দৈনিক বাংলা

তারিখ ২০।১১।৭৯
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

031

জনমত

মাদ্রাসা পরিচালনায় সাহায্য চাই

প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা। বর্তমান সরকার ইসলামী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছেন। সরকারের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ঢাকা জেলার শ্যামনগর থানাধীন হোগলাগাঁও ছোট একটি গ্রাম। এ গ্রামের সমাজ কর্মীদের প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে এ গ্রামে একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ভূমির মূল্যসহ নির্মাণ কাজ হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় এ করতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ ব্যয়ভার গ্রামের কিছুসংখ্যক লোক বহন করেন। মাদ্রাসা চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এটি পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় তিন শত এর মধ্যে ৫০ জন হাফেজিয়ায় ও ২৫০ জন ফোরকানিয়া কোর্স পড়ছে। তিনশত জন ছাত্রছাত্রীর জন্যে চারজন শিক্ষক নিয়োজিত করেছেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীর তুলনায় এ শিক্ষক সংখ্যা অতি অল্প। বর্তমানে মাদ্রাসায় একটি লিল্লা বোর্ডিং চালু করা হয়েছে, এ বোর্ডিং ৩০ জন ছাত্রের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করে আসছে। এতে মাসিক খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা। উল্লেখ্য যে এ মাদ্রাসার দশ মাইলের মধ্যে অন্য কোন হাফেজিয়া মাদ্রাসা নেই। যথেষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করতে পারছেন না এ মাদ্রাসায়। কারণ খরচের তুলনায় এ মাদ্রাসার আয়ের উৎস একান্তই সীমিত। এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত তহবিল থেকে মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ বহন করে আসছেন গ্রামের মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। এভাবে একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই আগামীতে এ প্রতিষ্ঠানটি যাতে সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্যে সদাশয় সরকারের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ মোশাররফ হোসেন,
হোগলাগাঁও,
শ্যামনগর, ঢাকা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারীকরণ চাই

যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমা ও থানাধীন ১০ নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত পোড়াবাকড়ী, আলিয়ার বাকড়ী, নরহরিদ্রা ও শৈলকুপা থানার ১২ নং সাহেবজপুর ইউনিয়নের সাপখোলা গ্রামের অধিবাসীর উল্লিখিত গ্রামসমূহের মধ্যবর্তী পোড়াবাকড়ী মৌজার এক উন্মুক্ত স্থানে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী 'পোড়াবাকড়ী-সাপখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়' স্থাপন করে দীর্ঘ ১১ বৎসর ধরে সুষ্ঠুভাবে এটি চালিয়ে আসছেন। এ বিদ্যালয়ের নামে এক একর এক শতাংশ জমি রেজিস্ট্রী করা আছে।

বিদ্যালয় গৃহটি প্রথমে খড় দ্বারা নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে এটি ৭৫ ফুট দীর্ঘ ও ১৭ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট অর্ধ পাকা একটি টিনের ঘরে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যালয় গৃহের এ উন্নয়ন ও বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি স্থানীয় বিদ্যানুরাগী জনসাধারণের দান এবং সময়ে সময়ে বিভিন্ন খাত থেকে প্রদত্ত সরকারী সাহায্যের ফলশ্রুতি।

বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ২২৫ জন। সুযোগ্য ৪ জন শিক্ষক ও বিদ্যোৎসাহী পরিচালকমন্ডলী দ্বারা বিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে। প্রাইভেট স্কুল হিসাবে স্কুলটির বর্তমান অবস্থা সরকারীকরণের সম্পূর্ণ উপযোগী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এ বিদ্যালয়টি বহুবার পরিদর্শন করেছেন এবং মন্তব্যে সরকারীকরণের জন্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জোর সুপারিশ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়টি অদ্যাবধি বেসরকারীই রয়ে গেছে।

আমি এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এ বিদ্যালয়টি সরকারীকরণের আশু ব্যবস্থা নিয়ে দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ শরিফুল ইসলাম
সম্পাদক, পোড়াবাকড়ী,
সাপখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ডিহী বাকড়ী, যশোর।